দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ ... 17 JUN 2016
পৃঃ ৭ ... কলাম ...

৮ম শ্রেণির পাঠদানে এসএসসি পাস শিক্ষক

এম এইচ রবিন ●

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নিয়োগের শর্ত সর্বনিম্ন এইচএসসি পাস। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পাস শিক্ষকও আছেন। শিক্ষানীতি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হলে এই শিক্ষকরা পড়াবেন ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের। ফলে শিক্ষকদের পাঠদানের সক্ষমতা নিয়ে জটিলতায় পড়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৯১ নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী প্রাথমিকে নারী প্রার্থীদের এসএসসি বা সমমান পাস এবং পুরুষের স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। এটি ২০১৩ সালে সংশোধন করে নারীদের সর্বনিম্ন এইচএসসি বা সমমানের ডিগ্রি নির্ধারিত হয়। গত ১৮ মে এক ঘোষণায় পঞ্চম শ্রেণি থেকে উন্নীত করে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা। এটি বাস্তবায়নে নানামুখী চ্যালেঞ্জ রয়েছে মন্ত্রণালয়ের। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিক্ষকদের একীভূত, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন।

২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রাথমিকে নিয়োগ পাওয়া অধিকাংশ নারী শিক্ষক এসএসসি পাস। তবে মন্ত্রণালয়ে কোনো তথ্য নেই যে, এই সংখ্যা কত? সম্প্রতি ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদানের বিষয় ভেবে নড়েচড়ে বসছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. হুমায়ুন খালিদ গতকাল আমাদের সময়কে জানান, দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগকৃত অধিকাংশ শিক্ষক এসএসসি পাসের ওপরে সনদধারী। তবে এর পরিসংখ্যানগত কোনো তথ্য নেই আমাদের কাছে। এখন ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিকস্তর উন্নীত হয়েছে। নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা সংশোধন করা হবে শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী।

তিনি বলেন, বর্তমানে যারা শিক্ষকতায় আছেন তাদের কাছে নিয়োগ শর্তের অতিরিক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতার তথ্য চাওয়া হচ্ছে। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাস্তর বাস্তবায়নে কারিকুলাম ও পাঠ্যবই সংশোধন, স্কুলের শুমারি, শিক্ষকের সংখ্যা, নতুন স্কুলের এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৬

৮ম শ্রেণির পাঠদানে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অনুমোদন প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদিও আলোচনায় চলে আসছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দক্ষতা প্রসঙ্গে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, বিষয়টি একটি চ্যালেঞ্জ। যদিও বলা হয় এসএসসি পাস। এখন আমাদের শিক্ষকরা অনেকে গ্র্যাজুয়েটস। চাকরির বাজার সীমিত হওয়ায় অনেকে শিক্ষকতায় চলে আসেন। অন্যসব পেশার চেয়ে শিক্ষকতা পেশা একটু ভিন্ন। সাধারণ শিক্ষার যোগ্যতা আর দক্ষ শিক্ষক দুটোই ভিন্ন। দক্ষতার দিকে অবশ্যই জোর দিতে হবে সরকারকে।

শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণিতে উন্নীত করায় নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে সরকারকে। এটি বাস্তবায়িত করতে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এই চার স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় সমন্বয় আনতে তৈরি হবে জটিলতা। সঠিকভাবে সমন্বয় করতে না পারলে প্রত্যেকটি স্তরের অধ্যয়নরত প্রায় অর্ধকোটির বেশি শিক্ষার্থী ভোগান্তিতে পড়বে। এর সঙ্গে কয়েক হাজার শিক্ষককে পোহাতে হবে বড় ধরনের ঝামেলা। প্রাথমিকে ১৯৯১ সাল থেকে ২০১৩ সালের নিয়োগ বিধিমালার আগ পর্যন্ত অনেকে এসএসসি পাস শিক্ষাগত যোগ্যতা। তারা এখনো চাকরি করছেন। এরা বর্তমান কারিকুলামে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণিতে পাঠদানের অনুপোযোগী। তাদের দক্ষ করতে অবশ্যই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিকস্তর ৮ম শ্রেণিতে উন্নীতের বিষয়টি ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতেই স্পষ্ট করা হয়েছিল। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে এ ব্যাপারে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা ছিল। শিক্ষানীতিতে বলা হয় ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। লক্ষ্যপূরণে সে সময় বেশ কিছু করণীয়ও ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু মাঝে ছয় বছর পার হলেও শিক্ষানীতির নির্দেশনা যথাযথ বাস্তবায়িত হয়নি। এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো পরিকল্পনা বা রূপরেখাও তৈরি করেনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ অবস্থার মধ্যে হঠাৎ করে ১৮ মে প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার ঘোষণা দিল সরকার। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন ও মনিটরিং সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রায় ৩৭ হাজার সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০৩টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি চালু করা হয়। পরে আরও প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছে সরকার। সব মিলিয়ে বর্তমানে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ৬৩ হাজার ৮৬৪টি।